২১. মালিকের ওপর কি দাসীর জৈবিক কোনো হক রয়েছে?

: ইবনে কুদামাহ আল-মাকদিসী বলেন: মালিকের ওপর দাসীর যদিও কোনো জৈবিক হক নেই, তবুও দাসীর চাহিদা দেখা গেলে মালিকের কর্তব্য তার চাহিদা পূরণ করা, সেটা তার সাথে সহবাস করে হোক, বা তাকে বিবাহ দিয়ে, কিংবা অন্যের কাছে বিক্রি করে [আল-মুগনী]

২২. দাসীর স্বামী একজন, মালিক অন্যজন হলে দুজনের কে তার সাথে সহবাস করতে পারবে?

: দাসী যদি অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী হয় তাহলে মালিকের জন্য বৈধ নয় সেই দাসীর সাথে সহবাস করা। বরং স্বামী তার সাথে সহবাস করবে, আর মালিক তার থেকে খেদমত নিবে।

২৩. দাসীর ওপর কি হদ (শরীয়াত-নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করা যাবে?

: দাসী যদি হদ-যোগ্য কোনো অপরাধ করে তাহলে তার ওপর হদ কায়েম করতে হবে, কিন্তু হদের ক্ষেত্রে তাকে অর্ধেক শাস্তি দিতে হবে, যদি অর্ধেক শাস্তি দেয়া সম্ভব হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

«আর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তারা যদি ব্যভিচার করে তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীন (অবিবাহিত) নারীদের শাস্তির অর্ধেক» [আন-নিসা : ২৫]

২৪. যে দাসী মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায়, তার হুকুম কি?

: দাস ও দাসীর জন্য পালিয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহ। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

أَيُّما عَبْدٍ أَبَقَ مِن مَوالِيهِ فقَدْ كَفرَ حتّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ

«যে দাস তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায়, তাহলে সে যেন কুফরী (কুফরে আসগার) করলো, যতক্ষণ না আবার সে মালিকের কাছে ফিরে আসে» [সহীহ মুসলিম]

২৫. দাসদাসী মুক্ত করার ফযীলত কি?

: আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وما أدراك ما العقبة• فك رقبة

«তুমি কি জানো, আখিরাতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির উপায় কি? তা হলো: কোনো দাস/দাসীকে মুক্ত করা» [আল-বালাদ : ১২-১৩]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

ومن أعتق رقبةً مؤمنةً أعتق اللهُ بكل عضوٍ منه عضوًا منه من النارِ

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম দাস/দাসীকে মুক্ত করবে, তাহলে দাস/দাসীর প্রতিটা অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটা অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে» [সহীহ মুসলিম]

২৬. দাসী কি মুক্তিপণ দিয়ে মালিকের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে?

: হ্যা পারবে। আর এ ধরণের লেনদেনকে বলা হয় "মুকাতাবাহ"।

২৭. ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা কি?

: এর কাফফারা হলো: একজন মুমিন দাস/দাসী মুক্ত করা, সামর্থ্য না থাকলে টানা দু-মাস সিয়াম রাখা। [সূরা নিসার ৯২ নং আয়াত দ্রষ্টব্য]

২৮. কসম ভঙ্গের কাফফারা কি?

: এর কাফফারা হলো: হয়তো দশজন মিসকীনকে আহার করাতে হবে বা পরিধানের কাপড় দান করতে হবে, নতুবা একজন মুমিন দাস/দাসীকে মুক্ত করতে হবে। এ দুটোর একটারও যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে তিনদিন সিয়াম রাখতে হবে। [সূরা মায়িদাহর ৮৯ নং আয়াত দ্রষ্টব্য]

২৯. রমাদানে দিনের বেলা স্ত্রী বা দাসীর সাথে সহবাস করলে এর কাফফারা কি?

: এর কাফফারা হলো: একজন দাস/দাসী মুক্ত করা, সামর্থ্য না থাকলে টানা দু-মাস সিয়াম রাখা, এরও সামর্থ্য না থাকলে ৬০ জন মিসকীনকে আহার করানো। একজন ব্যক্তি রমাদানে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো, অতঃপর নবীজীর নিকট এ বিষয়ে জানতে চাইলে নবীজী তাকে বললেন: «তোমার কি কোনো দাস/দাসী আছে?» সে বললো: জি না। নবীজী বললেন: «তুমি কি দু-মাস সিয়াম রাখতে পারবে?» সে বললো: জি না। নবীজী ﷺ বললেন: «তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকীনকে আহার করাবে» [বুখারী ও মুসলিম]

৩০. কাফফারা হিসেবে দাস/দাসী মুক্ত করার ক্ষেত্রে কি দাস/দাসী মুসলিম হওয়া শর্ত?

: ফকীহগণের এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে: ভুলক্রমে হত্যার কাফফারায় দাস/দাসী মুসলিম হওয়া শর্ত। কিন্তু কসম-ভঙ্গ, রমাদানের দিনে সহবাস এগুলোর ক্ষেত্রে দাস/দাসী মুসলিম হওয়া নিয়ে ইখতিলাফ করেছেন। অধিকাংশ আলিমদের মত হলো, এগুলোর ক্ষেত্রেও মুসলিম হওয়া চাই, তবে হানাফীদের মতে মুসলিম না হলেও চলবে। দুটার মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য অধিকাংশ আলিমদের মত।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত
সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ,
তাঁর সাহাবা ও পরিবারবর্গের ওপর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

এ যুগে মুছে যাওয়া ফিকহের এক অধ্যায়ের নাম হলো "السبي والرقاب" বা "দাসদাসীর অধ্যায়"। বর্তমানে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে পুনরায় এর আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা খিলাফাহর ছায়াকে দীর্ঘস্থায়ী করুন।

১. সাবী (দাসী) কাকে বলে?

: মুসলিমদের হাতে যুদ্ধবন্দী কাফির নারীদের সাবী (দাসী) বলে।

২. দাসী গ্রহণ করা কেন হালাল?

: আসলী কুফরের (জন্ম থেকেই কাফির হওয়ার) কারণে কোনো কাফির নারীকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করা হালাল। তবে শর্ত হলো: ১- তাকে মুসলিমদের হাতে আটক হতে হবে, ২- দারুল ইসলামে তাকে নিয়ে আসতে হবে, ৩- ইমাম (খলীফাহ) কর্তৃক বন্টিত হতে হবে।

৩. সমস্ত কাফির নারীকেই কি দাসী বানানো যায়?

: আলিমগণ একমত যে, আসলী কাফির নারীদের দাসী বানানো যায়, যেমন: কিতাবী (ইয়াহূদী-খ্রিস্টান) নারী, পৌত্তলিক (হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি) নারী ইত্যাদি। কিন্তু মুরতাদ নারীদের দাসী করা যাবে কিনা তা নিয়ে ইখতিলাফ আছে। অধিকাংশ আলিম বলেছেন তাদের দাসী করা যাবে না, কিছু কিছু আলিম বলেছেন, করা যাবে। আমাদের নিকট অধিকাংশ আলিমদের মতটাই গ্রহণযোগ্য।

৪. দাসীর সাথে কি সহবাস করা যাবে?

: হ্যা দাসীর সাথে সহবাস করা যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ• إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ•
فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ

«এবং যারা তাদের গুপ্তাঙ্গ সংযত রাখে, তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে (অর্থাৎ, তাদের সাথে সহবাস করলে) কোন দোষ হবে না। কিন্তু এর বাইরে (অন্যদের) কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে» [আল-মু'মিনূন ৫-৭]

৫. মালিকানায় আসার পর সাথে সাথেই কি দাসীর সাথে সহবাস করা যাবে?

: দাসী যদি কুমারী হয় তাহলে মালিকানায় আসার সাথে সাথেই সহবাস করা যাবে। তবে কুমারী না হলে গর্ভ সাফ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যেমনটা সুনানে আবু দাঊদে বর্নিত হয়েছে যে: নবীজী ﷺ আওতাস গোত্রের অ-কুমারী দাসীদের ক্ষেত্রে বলেন:

لا توطَأُ حاملٌ حتّى تَضعَ ولا غيرُ حاملٍ حتّى تحيضَ حَيضَةً

«এদের মধ্যে অন্তঃসত্তা নারীদের সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করা যাবে না, অন্তঃসত্ত্বা ছাড়া অন্যদের এক মাসিক পূর্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করা যাবে না» [সহীহ হাদীস]

৬. দাসদাসীদের কি কেনাবেচা করা যাবে?

: হ্যা, দাসদাসীদের কোনাবেচা ও দান করা যাবে। কারণ তারা হলো সম্পদের হুকুমে।

৭. কেনাবেচার সময় কি মা দাসী থেকে তার সন্তান আলাদা করা বৈধ?

: সন্তান নাবালেগ হলে কেনাবেচা ও দান করার সময় মা ও সন্তানকে আলাদা করা জায়েজ নয়, তবে বালেগ হলে জায়েজ।

৮. যখন একাধিক ব্যক্তি একটি দাসীর মালিক, তখন কি প্রত্যেকের জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ?

: দাসী একজন ব্যক্তির পরিপূর্ণ মালিকানায় না আসা পর্যন্ত কোনো মালিকের জন্যই তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়।

৯. দাসী যদি তার মালিকের সন্তান গর্ভে ধারণ করে, তাহলে কি সেই দাসীকে বিক্রি করা জায়েজ?

: না, তখন তাকে বিক্রি করা জায়েজ নয়, যেহেতু গর্ভধারণের ফলে সে "উম্মে ওয়ালাদ" বা মালিকের সন্তানের মায়ে পরিণত হয়েছে। এমন দাসীর হুকুম হলো, মালিক মারা যাওয়ার পর সে মুক্ত হয়ে যাবো।

১০. কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার মালিকানায় থাকা দাসীর হুকুম কি?

: তখন দাসীকে মিরাস হিসেবে ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন করা হবে। কিন্তু সেই দাসীর সাথে ওয়ারিসরা সহবাস করতে পারবে না, দাসী কেবল তাদের খেদমত করবে।

১১. স্বামী কি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সহবাস করতে পারবে?

: না, পারবে না। কেননা উক্ত দাসী অন্যের মালিকানাধীন।

১২. কোনো ব্যক্তি কি মালিকের সম্মতি নিয়ে অন্যের দাসীকে চুম্বন করতে পারবে?

: অন্যের দাসীকে চুম্বন করা জায়েজ নয়, কেননা চুম্বন হলো ভোগের অন্তর্ভুক্ত। আর একক মালিকানা ব্যতীত কোনো দাসীকে ভোগ করা জায়েজ নয়।

১৩. সালাতের মাঝে একজন মুসলিম দাসীর সতর কতটুকু?

: সালাতের মাঝে ও সালাতের বাহিরে উভয় ক্ষেত্রে দাসীর সতর একই। তা হলো: মাথা, ঘাড়, দু-হাত ও টাখনু পর্যন্ত দু-পা ব্যতীত বাকি সব অঙ্গ ঢেকে রাখা।

১৪. দাসী কি হিজাব পরিধান না করেই বেগানা পুরুষের সামনে যেতে পারবে?

: ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে মাথা, ঘাড়, দু-হাত ও টাখনু পর্যন্ত দু-পা অনাবৃত রেখেই বেগানা পুরুষের সামনে যেতে পারবে। তবে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে সেটা হারাম হবে।

১৫. দু-বোনকে একসাথে একজন ব্যক্তির মালিকানায় নেয়া যায়?

: হ্যা, দু-বোনকে একসাথে একজনের মালিকানায় নেয়া যাবে, কিন্তু তাদের দুজনের সাথেই সহবাস করা যাবে না, করলে একজনের সাথেই করতে হবে। কারণ এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক।

১৬. "আযল" কাকে বলে?

: "আযল" বলা হয়, সহবাসের সময় বীর্যকে নারীর যৌনাঙ্গের মাঝে প্রবেশ না করানোকে।

১৭. দাসীর সাথে "আযল" করা কি বৈধ?

: হ্যা, দাসীর অনুমতি থাক বা না থাক মালিকের জন্য দাসীর সাথে "আযল" করা বৈধ।

১৮. দাসীকে কি প্রহার করা জায়েজ?

: শিক্ষাদানের জন্য দাসীকে সামান্য প্রহার করা জায়েজ। কিন্তু প্রচন্ড জোরে প্রহার করা, বা মুখে আঘাত করা নাজায়েজ।

১৯. পলাতক দাসীর দুনিয়াবি শাস্তি কি?

: তার জন্য শরীয়াত-নির্ধারিত শাস্তি নেই, তবে অন্যান্যদের সতর্ক করার জন্য তাকে অবস্থা অনুপাতে শাস্তি দিতে হবে।

২০. মুসলিমা বা কিতাবী দাসীকে কি বিবাহ করা যাবে?

: কোনো স্বাধীন পুরুষের জন্য মুসলিমা ও কিতাবী দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ নয়, তবে কেউ জেনার আশঙ্কা করলে সেক্ষেত্রে বিবাহ করতে পারবে। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ

«তোমাদের মধ্যে যাদের ঈমানদার সচ্চরিত্র (স্বাধীন) নারীদেরকে বিয়ে করার আর্থিক সামর্থ্য নেই, তারা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করবে»

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

«তোমাদের মধ্যে যারা জেনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় করে এ ব্যবস্থা তাদের জন্য। আর ধৈর্যধারণ করতে পারলে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু» [আন-নিসা : ২৫]